হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ
HAKKANI PULP & PAPER MILLS LTD.

২২তম বার্ষিক সাধারণ সভা
পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন ২০১৭-২০১৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আস্সালামু আলাইকুম

হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ এর ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানীর পরিচালক পর্ষদ ও আমার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। সভার শুরুতেই আমি কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দ, সম্মানীত শেয়ারহোল্ডার এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে একান্ত সহযোগীতা, প্রচেষ্টা এবং অনুপ্রেরণার জন্য জানাই আন্তরিক অভিনন্দন

কোম্পানী আইন ১৯৯৪, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন রুলস্ ১৯৮৭, আর্ন্তজাতিক হিসাব মান (আইএএস) এবং বাংলাদেশ আর্থিক প্রতিবেদন মান (বিএফআরএস) অনুসারে প্রস্তুতকৃত কোম্পানীর ৩০শে জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বৎসরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন এবং পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন আপনাদের সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করছি।

১। কাগজ শিল্পের দৃশ্যপট ঃ

২০১৭ সালের প্রথম দিকে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে কাগজ শিল্প ধীরে ধীরে প্রবৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। তবে আলোচ্য বৎসরে বিদ্যুৎ সরবরাহে প্রচন্ড ঘাটতি ছিল যা এই শিল্পের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বড় অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে।

বিগত বৎসরের ন্যায় চলতি বৎসরেও আন্তর্জাতিক বাজারে এই শিল্পের প্রধান কাঁচামাল যেমন সফটউড পাল্প এবং হার্ডউড পাল্প, বিভিন্ন গ্রেডের রিসাইকেল্ড / রিকন্ডার্ড পেপার এবং পেপার বোর্ড এর দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে দেশীয় বাজারেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন পেপার যেমন নিউজপ্রিন্ট, রাইটিং প্রিন্টিং এবং মিডিয়াম পেপার উৎপাদনের কেমিক্যালের দামও অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায় ফলে বিক্রয় মূল্য এবং বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় এর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই।

পর্যাপ্ত উৎপাদন, অনুকুল আবহাওয়া, সহায়ক মুদ্রানীতির ফলে ২০১৮ সালের মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ৫.৫১ শতাংশে দাঁড়ায়। বিগত অর্থ বৎসরে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ছিল প্রায় ৬.৪০ শতাংশ। মুদ্রা স্ফীতি, সুদের হার এর মত সূচক সমূহ অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের জন্য এখন অনুকুল অবস্থায় আছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল প্রায় ৭.৬৫ শতাংশ যা আগের বৎসরে ছিল ৭.১১ শতাংশ। আমরা আশাবাদী যে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরে বিগত বৎসরের মত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার আরো বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় থাকবে।

২। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরের সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনা ঃ

২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরে বৈদেশিক বাজারে পেপার ও পেপার প্রোডাক্ট এর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় পেপারজাত পণ্যের বিপণন বৃদ্ধি পায়। আন্তর্জাতিক বাজারে পেপার জাত পণ্য রপ্তানীর এই ধারা অব্যাহত থাকলে উক্ত শিল্পের দ্রুত প্রবৃদ্ধি সাধিত হবে।

আপনারা অবগত আছেন যে, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরে অত্র প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ড হতে টেন্ডারের মাধ্যমে প্রায় ৩০০০ মেঃ টন রাইটিং-প্রিন্টিং পেপার সরবরাহের ক্রয়াদেশপ্রাপ্ত হয়ে পণ্য সরবরাহ করে। কিন্তু ২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরে টেন্ডারের বিপরীতে পণ্য সরবরাহ করতে না পারায় এবং শুধুমাত্র নিউজপ্রিন্ট পেপার বিক্রয় করায় বিক্রয়ের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তবে বৈদেশিক বাজারে পণ্য রপ্তানীর মাধ্যমে বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ডে টেন্ডারের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয়ের ঘাটতি কিছুটা লাঘব করে

অন্যদিকে গ্যাস জেনারেটর, বয়লার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির মেইনটেনেন্স এর দরুন প্রায় দুই মাস উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ রাখতে হয় ফলশ্রুতিতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

বিগত বৎসরের তুলনায় উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের মূল্য প্রায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়াতে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে

প্রতিযোগীতা মূলক বাজারে অত্র প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্যের অবস্থান শক্ত করার জন্য উৎপাদনে বর্ধিত মূল্যের আমদানীকৃত কাঁচামাল ব্যবহার করা হয় ফলে অত্র প্রতিষ্ঠান অত্যাধিক ব্যাংক ঋণের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন ও মজুরী, অতিরিক্ত সময়ের কাজের মজুরী, বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, বহিঃ পরিবহন বাবদ প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্থায়ী সম্পদ ক্রয় এবং সংযোজনের বিপরীতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। ফলে প্রতিষ্ঠানকে ঋণের উপর নির্ভরশীল

হতে হয়েছে এবং ঋণের বিপরীতে ব্যাংক সুদ বাবদ খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে পূর্ণ প্রতিযোগীতামূলক বাজারে উৎপাদন ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি।

আপনারা ইতোমধ্যে জেনেছেন যে, টিস্যু প্রজেক্টের সংস্থাপন কাজ প্রায় সম্পন্ন হওয়ার পথে। এই প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে কাগজের পাশাপাশি মান সম্পন্ন বিভিন্ন ধরনের টিস্যু পণ্য উৎপাদিত হবে। উক্ত টিস্যু পণ্য সঠিকভাবে বাজারজাতকরণ করতে পারলে বিক্রয় রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি অত্র প্রতিষ্ঠানটি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হবে।

তাছাড়া অত্র প্রতিষ্ঠানকে একটি বহুমুখী পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বর্তমান প্রকল্পের Balancing Modernization Replacement and Expansion (BMRE) এর পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পণ্যের গুণগত মান আরো বৃদ্ধি পাবে উক্ত প্রকল্প হতে বর্তমানে উৎপাদিত নিউজপ্রিন্ট এবং রাইটিং প্রিন্টিং কাগজ এর পাশাপাশি অফসেট, গ্লোসি এবং উন্নতমানের রাইটিং প্রিন্টিং এবং নিউজপ্রিন্ট কাগজ উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

৩। বিক্রয় কার্যক্রম ও পণ্য ভিত্তিক ফলাফল ঃ

২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরে কাগজের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগীতা বিরাজমান ছিল। ফলে বিপণন ব্যবস্থা ছিল সর্বোচ্চ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। অন্যদিকে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ডে টেন্ডারের বিপরীতে পণ্য সরবরাহ করতে না পারায় এবং বাজারে শুধুমাত্র নিউজপ্রিন্ট পণ্য সরবরাহ করায় বিগত বৎসরের তুলনায় বিক্রয় রাজস্ব হ্রাস পেয়েছে। তবে আশার বিষয় এই যে, বিগত বৎসরের তুলনায় চলতি বৎসরে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য রপ্তানির পরিমান উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈশ্বিক বাজারে পণ্য রপ্তানির এই ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী অর্থ বৎসরে বিক্রয় রাজস্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের মুনাফাও বৃদ্ধি পাবে।

অত্র প্রতিষ্ঠান একটি প্রোডাক্ট লাইন থেকে বিভিন্ন গ্রেডের এবং বিভিন্ন পরিমাপের পণ্য উৎপাদন করে থাকে। নিম্নে পন্য ভিত্তিক বিক্রয় রাজস্ব উল্লেখ করা হলঃ

টেবিল-১ ঃ পণ্যভিত্তিক বিক্রয় কার্যক্রমের তথ্য

বিবরণ	২০১৭-২০১৮	২০১৬-২০১৭	২০১৫-২০১৬	২০১৪-২০১৫	২০১৩-২০১৪
রাইটিং প্রিন্টিং বিক্রয়	-	২২,৮৯,৯৪,৪৩৮	৯১,৮১২,০৪২	৮৩,৩৭৯,৭৮৫	-
ব্রাইট নিউজপ্রিন্ট বিক্রয়	২৪,৩০,৩৫,৭৫৮	৯,৮৫,০৬,২৮৭	১৮১,১৬৩,১৫৭	২১৫,৫০১,৯৮১	২৭৫,৫১৮,৬০০
মিডিয়াম পেপার বিক্রয়	৬৫,৯৭,১৩৫	১,১৩,৬১,০৪৫	-	১,৩৪১,৪৫২	৬,৭৩৭,২৫০
বৈদেশিক বাজারে বিক্রয়	৩,২৯,৫৬,৩৬১	২২,৭৬,৪০৩	-	-	-
মোট বিক্রয়	২৮,২৫,৮৯,২৫৪	৩৪,১১,৩৮,১৭৩	২৭২,৯৭৫,১৯৯	৩০০,২২৩,২১৮	২৮২,২৫৫,৮৫০

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাজার আরও শক্তিশালী হবে এবং বাজারে আমাদের পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং বিক্রয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে।

৪। ব্যবসায়িক ঝুঁকি সমূহ ঃ

কোম্পানীর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক ঝুঁকি সমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

৪ (১) সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ঃ

সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড কোম্পানীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর দ্বারা কাগজ শিল্প ও শিল্পায়ন প্রভাবিত হয়। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর ভিত্তি করে অত্র শিল্পের উৎপাদন, ক্রয় ও বিপণন কার্য পরিচালিত হয়। স্থির ও সুনিশ্চিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড শিল্পায়নের পূর্ব শর্ত

৪ (২) বাহ্যিক বিষয়াবলী ঃ

রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মঘট, গণ আন্দোলন ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড দ্বারা কোম্পানীর আর্থিক ফলাফল প্রভাবিত হয়।

৪ (৩) বকেয়া ঝুঁকি ঃ

ব্যবসায়িক দেনাদার কর্তৃক কোম্পানীর পাওনা পরিশোধের অক্ষমতার জন্য যে সকল আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় তাকেই বকেয়া ঝুঁকি বলা হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানের কাগজ ও কাগজ জাতীয় পণ্য বিভিন্ন ক্রেতার নিকট নগদে এবং বাকিতে বিক্রয় করা হয়। যেহেতু এই সমস্ত ক্রেতার নিকট হতে বিক্রয়লব্দ অর্থ প্রাপ্তি ঋণপত্র বা গ্যারান্টি দ্বারা সুরক্ষিত নয় সেহেতু বকেয়া ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব হয় না

৪ (৪) তারল্য ঝুঁকি ঃ

কোম্পানী যথাসময়ে দেনা পরিশোধের অক্ষমতার কারণে সৃষ্ট ঝুঁকিকে তারল্য ঝুঁকি বলে। কোম্পানীর পরিচালন ব্যয় সহ অন্যান্য আর্থিক দায় সমূহ যথাসময়ে পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান নিশ্চিত করার ফলে তারল্য ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব হয়। এই তারল্য ঝুঁকি নগদ পূর্বাভাস এর মাধ্যমে নির্ণয় করা হয় এবং ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ঝুঁকি এড়ানো হয়।।

৪ (৫) বাজার ঝুঁকি ঃ

বাজার ঝুঁকি হলো মুদ্রার বিনিময় হার ও সুদের হারের মত আর্থিক উপাদানসমূহ পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি সমূহ। এই ঝুঁকি কোম্পানীর আর্থিক উপাদানের মূল্যকে প্রভাবিত করে। সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই ঝুঁকি সমূহ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে আয় নিশ্চিত করা হয়।

৪ (৬) মুদ্রা ঝুঁকি ঃ

মুদ্রা ঝুঁকি হলো বৈদেশিক বিনিময় হার পরিবর্তনের জন্য কোম্পানির কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানির ফলে আর্থিক উপাদানগুলোর ভবিষ্যত নগদ প্রবাহ হ্রাস এর ঝুঁকি। মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস এর ফলে আমদানি খরচ বৃদ্ধি পায় এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা হ্রাস পায়। তাই কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা মুদ্রা ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত হয়ে পরিচালনা করে থাকে।

৪ (৭) সুদের হার ঝুঁকিঃ

সুদের হার ঝুঁকি হলো সুদের হার পরিবর্তনের ফলে নগদ অর্থ প্রবাহের পরিবর্তনের ঝুঁকি সমূহ। ঋণের সুদের হার বৃদ্ধির ফলে প্রতিষ্ঠানের অর্থ সংস্থানজনিত ব্যয় বৃদ্ধি পায় যা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠানের মুনাফার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এই ঝুঁকি আর্থিক বিবরণীর নোট ৩৬ এ প্রকাশ করা হয়েছে।

৪ (৮) আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ঃ

আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের তারল্য ঝুঁকিসহ অন্যান্য আর্থিক ঝুঁকির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং মূলধনের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করা। আর্থিক ঝুঁকি সমূহ নিয়ন্ত্রণের প্রতি পরিচালনা পর্ষদ যত্নবান।

৪ (৯) কাঁচামাল সরবরাহ ঝুঁকি ঃ

অত্র প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল অধিকাংশই আমদানী নির্ভর হওয়ায় কাঁচামাল সরবরাহ ঝুঁকি সমূহ সৃষ্টি হয়। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃক কাঁচামাল সরবরাহ ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য শুষ্ক মৌসুমে পর্যাপ্ত দেশীয় কাঁচামাল ক্রয় করে কাঙ্খিত মজুদ নিশ্চিত করা হয়। এর ফলে এই সম্ভাব্য ঝুঁকি সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়।

ঝুঁকি বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মূল্যায়ন ঃ

যদি ও বেশির ভাগ ঝুঁকি কোম্পানী বিশেষের আয়ত্তের বাইরে, এইরূপ প্রত্যেক ঝুঁকির বিষয়ে হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ সর্বদা সর্তক দৃষ্টি রাখে এবং পণ্যের বাজার বহুমুখীকরণ, দক্ষভাবে কাঁচামাল সংগ্রহ, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং গবেষণা কার্যক্রমে বিনিয়োগের মাধ্যমে এই সকল ঝুঁকির মোকাবেলা ও কোম্পানীর প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান অর্জন করে পরিবেশ বিধিমালার একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ ভাল মানের Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপন করে পরিবেশগত ঝুঁকি মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে কারখানায় ব্যবহৃত পানির ৮০-১০০ ভাগ পরিশোধন করে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করে তোলার জন্য উন্নতমানের Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপন করেছে। আগুন, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদির সাথে মোকাবিলা করার জন্য নিয়মিতভাবে শ্রমিক কর্মচারীদেরকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া নিয়মিত নিরাপত্তা পরীক্ষা ও যন্ত্রপাতির রক্ষনাবেক্ষণ করা হচ্ছে যা পরিচালনগত ঝুঁকি হ্রাস করতে সক্ষম হবে।

৫। বিক্রীত পণ্যের ব্যয়, মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার উপর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন ঃ

আপনাদের সদয় অবগতির জন্য হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ এর বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়, মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার উপর কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য ও উপাত্ত সন্নিবেশ করছি।

টেবিল-২ ঃ বিক্রীত পণ্যের ব্যয়, মোট মুনাফা ও নীট মুনাফা

বিবরণ	২০১৭-২০১৮		২০১৬-২০১৪	
	টাকা	শতকরা হার	টাকা	শতকরা হার
বিক্রয়	২৮,২৫,৮৯,২৫৪	-	৩৪,১১,৩৮,১৭৩	-
বিক্রীত পণ্যের ব্যয়	২৪৯,৩৭৮,৩০৩	৮৮.২৫	৩১,৫৭,২৪,১১৭	৯২.৫৩
মোট মুনাফা	৩৩,২১০,৯৫১	১১.৭৫	২,৫৪,১৪,০৫৫	৭.৪৫
নীট মুনাফা	(১৮,২১৯,৭২২)	(৬.৪৫)	(১,৮১,০১,৫২০)	(৫.৩১)

৬। উৎপাদনঃ

সঠিক ও বস্তুবভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, দিক নির্দেশনা, তদারকি, সঠিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সমস্যা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও এবং চলমান মেশিনারী সংযোজন, বিয়োজন, রক্ষণাবেক্ষন কার্যক্রম সচল রেখে উৎপাদনের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য অত্র প্রতিষ্ঠান নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রাণোদনার মাধ্যমে জনশক্তি, জ্বালানী শক্তি ও কাঁচামালের সঠিক ব্যবহার এবং সর্বোপরি নিবিড় তদারকির মাধ্যমে পণ্যের মান সংরক্ষণ করে উৎপাদন ব্যয় যৌক্তিক স্তরে রাখার দিকে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেতন রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে উৎপাদনের সর্বস্তরে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কাঙ্খিত মুনাফা অর্জন আমাদের একান্ত লক্ষ্য।

উৎপাদন পর্যালোচনা ঃ

টেবিল-৩ ঃ উৎপাদন

বিবরণ	২০১৭-২০১৮	২০১৬-২০১৭	২০১৫-২০১৬	২০১৪-২০১৫
উৎপাদন ক্ষমতা (মেট্রিক টন)	৭৫০০	৬০০০	৬০০০	৬০০০
প্রকৃত উৎপাদন (মেট্রিক টন)	৪৪১৯	৩৫৮৬	৫১৭২	৪৩৬০
উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার (%)	৫৮.৯২	৬০.০০	৮৬.২০	৭২.৬৭
বিক্রয় (মেট্রিক টন)	৪৭৭৯	৪৯৬৫	৩৭৪৩.২৮	৪৫৬৬.৮৪

বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি যেমন বিদ্যুৎ বিভ্রাট, গ্যাস সরবরাহে অপ্রতুলতা, ঘন ঘন মেশিনারী ব্রেকডাউন এবং মেশিন পুরাতন হওয়ায় উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাওয়ায় চলতি বৎসরের উৎপাদন বিগত বৎসরের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তবে আশা করি সংযোজিত মেশিনারীকে সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে আগামী বৎসর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে

৭। অস্বাভাবিক মুনাফা / (ক্ষতি) ঃ

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে কোম্পানীর কোন রূপ অস্বাভাবিক মুনাফা/ক্ষতি (Extra ordinary gain or loss) ছিল না।

৮। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানীর সাথে আর্থিক লেনদেন ঃ

সংযুক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের লেনদেনের বিস্তারিত বিবরণ হিসাব বিবরণীর নোট ৩৯.০০ এ বিস্তারিত আলোচনা করেছে।

৯। ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক ফলাফলের উল্লেখযোগ্য ব্যবধান ঃ

কোম্পানীর ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক ফলাফলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়নি। পরিচালনা পর্ষদের পূর্বানুমান ও সিদ্ধান্ত এবং নির্বাহীদের সঠিক কার্যক্রমের মাধ্যমে কোম্পানীর বৎসরব্যাপি ফলাফলের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে সক্ষম হয়েছে।

১০। আর্থিক পর্যালোচনাঃ

২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরের বিক্রয় ও অর্জিত মুনাফার চিত্র নিম্নে প্রদর্শিত হলঃ

টেবিল-৪ ঃ আর্থিক ফলাফল

বিবরণ	২০১৭-২০১৮ (টাকায়)	২০১৬-২০১৭ (টাকায়)
মোট বিক্রয়	২৮,২৫,৮৯,২৫৪	৩৪,১১,৩৮,১৭৩
মোট ব্যয়	২৯,৮৫,০৮,৪২৬	৩৫,৯৮,২৮,৮০২
পরিচালন মুনাফা/(ক্ষতি)	(১৫,৯১৯,১৭২)	(১,৮৬,৯০,৬৩০)
অন্যান্য আয়	১০,৯৫,১৭৩	২৭,৯৪,৮৫৯
নীট মুনাফা/(ক্ষতি)	(১৮,২১৯,৭২২)	(১,৮১,০১,৫২০)

১১। পরিচালক পর্ষদের ভাতা/সম্মানীঃ

কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যতিত পরিচালক পর্ষদের অন্যকোন সদস্যকে কোন ধরনের মাসিক সম্মানী, ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধাদি

কোম্পানী হতে প্রদান করা হয় না যা হিসাব বিবরণীর নোট নং-২৭.০১ এ বর্ণিত রয়েছে আর্থিক বৎসরে পরিচালকদের মোট প্রদত্ত সম্মানী নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

টেবিল-৫ ঃ পরিচালক পর্ষদের সম্মানী

ক্রমিক নং	পরিচালকের নাম	পদবী	টাকা
০১	জনাব মোঃ আবদুল্লাহ	চেয়ারম্যান	----
০২	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	৬,২০,৪০০.০০
০৩	জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া	পরিচালক	----
০৪	জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম এফসিএস, এফসিএ	স্বতন্ত্র পরিচালক	----
০৫	জনাব ড. মোহাম্মদ সালেহ জহুর	স্বতন্ত্র পরিচালক	----
০৬	জনাব মোঃ গোলাম হায়দার	পরিচালক	----
০৭	জনাব মোঃ গোলাম মোরশেদ	পরিচালক	----
০৮	জনাব মোঃ গোলাম রসুল মুক্তাদির	পরিচালক	----
০৯	জনাবা হোসনে আরা বেগম	পরিচালক	----

১২। পরিচালক পর্ষদের সভা ও উপস্থিতিঃ

উল্লেখিত সময়ে পরিচালনা পর্ষদের মোট ৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পর্ষদের সদস্যদের স্ব-স্ব উপস্থিতি নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

টেবিল-৬ ঃ পরিচালক পর্ষদের সভা ও উপস্থিতি

ক্রমিক নং	পরিচালকের নাম	পদবী	অনুষ্ঠিত মোট সভার সংখ্যা	উপস্থিতি সংখ্যা
০১	জনাব মোঃ আবদুল্লাহ	চেয়ারম্যান	০৬	০৬
০২	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০৬	০৬
০৩	জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া	পরিচালক	০৬	০৫
০৪	জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম এফসিএস, এফসিএ	স্বতন্ত্র পরিচালক	০৬	০৬
০৫	জনাব ড. মোহাম্মদ সালেহ জহুর	স্বতন্ত্র পরিচালক	০৬	০৬
০৬	জনাব মোঃ গোলাম হায়দার	পরিচালক	০৬	০৬
০৭	জনাব মোঃ গোলাম মোরশেদ	পরিচালক	০৬	০৬
০৮	জনাব মোঃ গোলাম রসুল মুক্তাদির	পরিচালক	০৬	০৬
০৯	জনাবা হোসনে আরা বেগম	পরিচালক	০৬	০৬

১৩। শেয়ারহোল্ডিং প্যাটার্ণ ঃ

কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডিং প্যাটার্ণ বার্ষিক বিবরণীর সাথে সংযুক্ত Annexure (ii) এ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে

১৪। লভ্যাংশ ঘোষণা ঃ

আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, টিস্যু পেপার প্রকল্প সংস্থাপনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। উক্ত প্রকল্প বাবদ প্রতিষ্ঠানকে প্রচুর নগদ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। এই প্রকল্পের উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের জন্য আরো বিপুল পরিমান অর্থ ব্যয় করতে হবে। অত্র প্রতিষ্ঠানে নগদ তহবিলের

সংকট থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ বিবেচনা করে পরিচালকমন্ডলী ৩০শে জুন ২০১৮ সমাপ্ত বৎসরের জন্য সকল শেয়ারের উপর ৩% নগদ লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে।

১৫। ক্রেডিট রেটিং ঃ

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জন্য কোম্পানীর ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন করা হয়। ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন এন্ড সার্ভিসেস লিঃ নিম্নোক্ত প্রতিবেদন প্রদান করে।

Date of Declaration	Valid till	Long Term Rating	Short term Rating	Out look
April 03, 2018	April 02, 2019	BBB+	ST-3	Stable

১৬। পরিচালনা পর্ষদঃ

কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ সর্বমোট ৯ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত। এদের মধ্যে ১ জন পর্ষদের সভাপতি, ১ জন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ১ জন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ৪ জন সাধারণ পরিচালক এবং ২ জন স্বতন্ত্র পরিচালক। পরিচালকদের পরিচয় বার্ষিক প্রতিবেদনে "Directors Profile" শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৭। অডিট কমিটি ঃ

পরিচালনা পর্ষদের মনোনীত ৪ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত অডিট কমিটি এর মধ্যে ২ জন স্বতন্ত্র পরিচালক এবং ২ জন অ-নির্বাহী পরিচালক রয়েছেন। নিরীক্ষা কমিটি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্পোরেট গর্ভনেন্স কোড অনুযায়ী নির্ধারিত নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালিত হয়। অডিট কমিটির উদ্দেশ্য হল অভ্যন্তরীণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কোম্পানীর ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন সমূহ পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রদান করা। কমিটির সভায় সদস্যদের স্ব-স্ব উপস্থিতি নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

টেবিল-৭ ঃ অডিট কমিটির সভা ও উপস্থিতি

ক্রমিক নং	সদস্যদের নাম	পরিচালনা পর্ষদে অবস্থান	পদবী	অনুষ্ঠিত মোট সভার সংখ্যা	উপস্থিতি সংখ্যা
০১	জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম এফসিএস, এফসিএ	স্বতন্ত্র পরিচালক	সভাপতি	০৪	০৪
০২	জনাব ড. মোহাম্মদ সালেহ জহুর	স্বতন্ত্র পরিচালক	সদস্য	০৪	০৪
০৩	জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া	পরিচালক	সদস্য	০৪	০৪
০৪	জনাব মোঃ গোলাম মোরশেদ	পরিচালক	সদস্য	০৪	০৪

১৮। মনোনয়ন ও বেতন কমিটি ঃ কর্পোরেট গর্ভনেন্স কোড ০৩ জুন ২০১৮ অনুযায়ী ২৭ জুলাই ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় ৫জন সদস্য সমন্বয়ে মনোনয়ন ও বেতন কমিটি গঠন করা হয়। মনোনয়ন ও বেতন কমিটির গঠন কাঠামো নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

টেবিল-৮ ঃ মনোনয়ন ও বেতন কমিটির কাঠামো

ক্রমিক নং	সদ্যদের নাম	পরিচালনা পর্ষদে অবস্থান	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব ড. মোহাম্মদ সালেহ জহুর	স্বতন্ত্র পরিচালক	সভাপতি
০২	জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম এফসিএস, এফসিএ	স্বতন্ত্র পরিচালক	সদস্য
০৩	জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া	পরিচালক	সদস্য
০৪	জনাব মোঃ গোলাম হায়দার	পরিচালক	সদস্য
০৫	জনাব মোঃ গোলাম মোরশেদ	পরিচালক	সদস্য

১৯। পরিচালকবৃন্দের নিয়োগ ও পুনঃ নিয়োগ ঃ

কোম্পানীর আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশন এর ৮২ ধারা অনুযায়ী পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ, জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া এবং জনাব মোঃ গোলাম হায়দার পরিচালনা পর্ষদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা যোগ্য বিধায় পুনঃ নির্বাচনের আবেদন জানিয়েছেন। তাদের নিয়োগ অনুমোদনের জন্য ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হবে।

২০। নিরীক্ষক ঃ

২২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানীর বর্তমান বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক মেসার্স খান ওহাব শফিক রহমান এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পন্ন করার পর অবসর গ্রহন করবে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশ নং BSEC/SMRRCD/2009 193/104/Admin dated July 27, 2011 অনুযায়ী মেসার্স খান ওহাব শফিক রহমান এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্ আগামী বৎসরের জন্য নিরীক্ষা কার্য সম্পাদনের যোগ্য হওয়ায় তারা পুণরায় নিয়োগ পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যা পরিচালক পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

২১। কর্পোরেট সুশাসন ঃ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত কর্পোরেট সুশাসনের শর্তগুলো কোম্পানী যথাযথভাবে পরিপালন করছে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রজ্ঞাপন নং- বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ তারিখ ০৩ জুন ২০১৮ এর নির্দেশনানুসারে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন (Corporate Governance Code Compliance Report) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের অবগতির জন্য-সংযুক্তি ১,২,৩ ও ৪ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২২। সরকারী কোষাগারে অর্থ প্রদান ঃ

কোম্পানী সর্বদা সরকারী আইনকানুন, নিয়মনীতি সমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে। জাতীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে কোম্পানী সচেতন ও যত্নবান। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সরকারী কোষাগারে আর্থিক অবদানের পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হলো ঃ

টেবিল-৮ ঃ সরকারী কোষাগারে অনুদান

বিবরণ	২০১৭-২০১৮ (টাকায়)	২০১৬-২০১৭ (টাকায়)	২০১৫-২০১৬ (টাকায়)	২০১৪-২০১৫ (টাকায়)	২০১৩-২০১৪ (টাকায়)
কর্পোরেট আয়কর বাবদ প্রদান	৪,৫৬,২১১	১,২১,৮২,৩৫০	৯,২৩২,৬৭৫	৯,৪৬০,১৪৯	৮,২৫৯,৯২৮
আমদানী শুল্ক ও মূসক পরিশোধ	৬২,০০,০০০	১,৬৪,৭৫,০০০	৭,৯০৭,৫১৫	৬,৮৩৮,৭০২	৪,২০০,০০০
লভ্যাংশের বিপরীতে কর কর্তন বাবদ	১,৯৫,৫০৪	৬,৪১,১৮৮	১,০৯৬,৫৮৫	৮৫৫,৭৮৫	১,০৩৮,৮৬৫
উৎস কর ও মূসক পরিশোধ	১১,৩৯,৮৫৬	১৪,২০,২৭৩	১,৫৮৫,১৮২	১,১৪৮,১৪৮	১,৮৫০,১৫৫
মোট	৭৯,৯১,৫৭১	৩,০৭,১৮,৮১১	১৯,৮২১,৯৫৭	১৮,৩০২,৭৮৪	১৪,৫৪৮,৯৪৮

২৩ সংখ্যালঘু স্বার্থ ঃ

৩০শে জুন ২০১৮ অনুযায়ী কোম্পানীর শেয়ারমূলধন কাঠামোতে বিদ্যমান ৪৪.৪৮ শতাংশ সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডার যা প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিক শেয়ারহোল্ডারের সংমিশ্রণ। হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত সকল বিধিবিধান মেনে চলে শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোন সিদ্ধান্ত পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক নেওয়া হলে তা যথাযথভাবে বাজারে প্রকাশ করা হয় যাতে শেয়ারহোল্ডারগণকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা যায়। সংখ্যালঘুর স্বার্থ সংরক্ষণে পরিচালনা পর্ষদে স্বতন্ত্র পরিচালক কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

২৪ চলমান প্রক্রিয়ার নীতি ঃ

হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিমিটেড ১৯৯৬ সালে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে রেজিস্টার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ্ এন্ড ফার্মস এর মাধ্যমে নিবন্ধিত হয়ে ব্যবসা আরম্ভ করে। পরবর্তীতে ২০০১ সালে বাজারে শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোম্পানীতে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং পরিচালনা পর্ষদের বিবেচনায় ভবিষ্যত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোম্পানীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সম্পদ রয়েছে এবং সেই ভিত্তিতে কোম্পানীর আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

২৫। কোম্পানীর ওয়েব সাইট ঃ

কোম্পানীর www.hakkanigroup.com নামে একটি ওয়েব সাইট রয়েছে যা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েব সাইটের সাথে সংযুক্ত রয়েছে এবং এটি সর্বদা চলমান রয়েছে। এতে কোম্পানীর আর্থিক বিবরণীসহ বিভিন্ন তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়।

২৬। মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

কোম্পানীর কর্মকর্তা কর্মচারীদের সর্বোচ্চ মেধা ও কর্ম ক্ষমতার উন্নয়নে সঠিক পরিচর্যা ও ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাজের ক্ষেত্র, পরিধি, দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা নির্ধারণ পূর্বক সময়ে সময়ে পুনঃ বিন্যাস করার ব্যবস্থা নিয়মিত ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। উপরন্তু প্রণোদনার জন্য বিশেষ প্রাণোদনা কার্যক্রম ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে সকলের কর্মপ্রেরণা ও দক্ষতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোম্পানীর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ করে কার্যক্ষেত্রে আনয়ন করা হচ্ছে অধিকতর স্বচ্ছতা, দ্রুততা এবং নিশ্চিত করা হচ্ছে শ্রমশক্তির কাম্য ব্যবহার। কর্মরত সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের আর্থিক প্রণোদনাসহ সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কোম্পানীর নীট মুনাফার ৫% (পাঁচ শতাংশ) শ্রমিক কর্মচারী মুনাফা অংশগ্রহিতা তহবিলে নিয়মিতভাবে প্রদান করা হয়। প্রতি বছর দক্ষতা, যোগ্যতা, শৃংখলা ইত্যাদির বিবেচনায় নিয়মিতভাবে পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধিসহ বিশেষ প্রণোদনা বোনাস এর মাধ্যমে সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর্মের মূল্যায়ন ও দক্ষতার উন্নয়ন সাধন করা হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় প্রয়োজনীয় ট্রেনিং ও সঠিক দিক নির্দেশনার মাধ্যমে কর্মরত সকলের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যুগোপযোগী মানবসম্পদ প্রস্তুতের যাবতীয় কার্যক্রম চলমান রাখা হয়েছে।

২৭। পরিবেশ ও নিরাপত্তা ঃ

কোম্পানীর কারখানার চতুর্দিকে পর্যাপ্ত সুপরিকল্পিত বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী তৈরী করা হয়েছে এবং বর্জ্য নিঃসরণের যথাযথ ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছে। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং উত্তরোত্তর তা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সংবেদনশীল পরিবেশ অত্যন্ত যত্নসহকারে রক্ষনাবেক্ষণ করা হয় এবং কারখানায় অবস্থিত সকল সম্পদের যথাযথ নিরাপত্তা ও সুরক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা হয়েছে। প্রতি বৎসর প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে প্রাক্ প্রস্তুতি গ্রহণ, তদারকি ও উন্নয়ন কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে বিগত বৎসরের ন্যায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরে ও সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনায় কোম্পানীর কাঁচামাল গোডাউন, গ্যাস জেনারেটরের বীমা করা হয়েছে এবং যথারীতি এস্টিড, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিদর্শন ও তদন্ত প্রতিবেদন গ্রহণপূর্বক লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। কারখানার কাঁচামাল ও তৈরী পণ্যের মজুদাগার, মেশিনারিজসহ স্থাপনা সমূহে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং যথারীতি নবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। তদুপরি কর্মরত কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ব্যবহার প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়েছে।

কারখানায় নিঃসৃত প্রাকৃতিক ক্ষতিকর রাসায়নিক নিঃসরণের জন্য ইটিপি স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। কোম্পানীর কারখানায় নিঃসরিত পানি উপযুক্ত রি-সাইক্লিং প্রক্রিয়ায় পুনঃ পুনঃ ব্যবহারপূর্বক ড্রেইনেজ সিস্টেমের মাধ্যমে নিষ্কাশন করা হয় যাতে পরিবেশ কোনভাবে দূষিত না হয় কিংবা প্রাকৃতিক পরিবেশে কোন নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে। কোম্পানীর কারখানার অভ্যন্তরে স্থাপিত সকল বিপজ্জনক স্থাপনা সমূহ ও কেমিক্যাল মজুদাগারে যথোপযুক্ত উপায়ে সংরক্ষণ ও সর্তকতা অবলম্বন করা হয়। কোম্পানীর কর্মরত সকল শ্রমিক কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কোম্পানীর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সর্বোপরি পরিবেশগত ক্ষতি এড়ানোর বিষয়ে এই সংক্রান্ত বিধিমালাও যথারীতি অনুসরণ করা হচ্ছে এবং সকল সরকারী নির্দেশনা যথারীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। সম্পদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য সঠিক সংখ্যক প্রহরীর মাধ্যমে নিরাপত্তা বেষ্টনী রাখা হয়েছে।

২৮। ভবিষ্যত প্রত্যাশা ঃ

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডল তথা উন্নত বিশ্বে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার স্বার্থে অনেক কাগজ শিল্প বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ কাগজ উৎপাদনের পরিবর্তে আমদানীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরে বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচুর পরিমান কাগজ রপ্তানি করেছে। কাগজ শিল্পে বিদ্যমান অসম প্রতিযোগিতা রোধকরণ সম্ভব হলে এবং বৈদেশিক বাজারে কাগজ রপ্তানির ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব হলে খুব শীঘ্রই এই শিল্প একটি সম্ভাবনাময় শিল্পে রূপলাভ করবে।

২৯। আর্থিক বিবরণীর ব্যাপারে পরিচালকমন্ডলীর দায়িত্ব ঃ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিস এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসি-ডি/২০০৬-১৫৮/ ২০৭/এডমিন/৮০ তারিখ ০৩ জুন, ২০১৮ অনুযায়ী পরিচালকমন্ডলী নিশ্চিত করছে যে ঃ

(ক) কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীতে এর কর্মকান্ড, কার্যক্রমের ফলাফল, নগদ প্রবাহ ও ইক্যুইটির পরিবর্তন সম্পর্কে যথার্থ চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে;

(খ) কোম্পানীর হিসাবের বহিসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে;

(গ) আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করার সময় উপযুক্ত হিসাবনীতি সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং হিসাবের প্রাক্কলন যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞ বিচারবোধের ভিত্তিতে করা হয়েছে;

(ঘ) আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করার সময় আন্তর্জাতিক হিসাব মান অনুসরণ করা হয়েছে এবং তা থেকে যে কোন ব্যত্যয় পর্যাপ্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে;

(ঙ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ছিল বলিষ্ঠ এবং তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করা হয়েছে;

(চ) একটি চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম অব্যাহত রাখায় কোম্পানীর সামর্থ্যের ব্যাপারে তেমন কোন দ্বিধা নেই;

(ছ) কোম্পানীর কার্যক্রমের ফলাফলের ক্ষেত্রে বিগত বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য যেসব ব্যত্যয় রয়েছে সেগুলো বর্ণনা করা হয়েছে এবং তার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে; এবং

(জ) কার্যক্রম ও আর্থিক বিষয়ে পাঁচ বৎসরের উপাত্ত সংযোজন করা হয়েছে।

৩০। স্বীকৃতি ঃ

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরী বাংলাদেশ লিঃ, সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থা, নিরীক্ষক ও সরবরাহকারীসহ সকলের সার্বিক পরামর্শ ও সহযোগীতার জন্য আমরা সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সাথে সাথে ভবিষ্যতেও তাদের অনুরূপ সহযোগিতার হাত আমাদের প্রতি প্রশস্ত থাকবে এই কামনা করছি। ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরে কোম্পানীর সার্বিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে বিরূপ পরিস্থিতি ও প্রতিকূলতা উত্তরণে যারা সার্বিক ও সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন পরিচালকবৃন্দের পক্ষ থেকে সেই সকল কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ আন্তরিকতা, সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে এই কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষে,

মোঃ আবদুল্লাহ
চেয়ারম্যান

চট্টগ্রাম
তারিখ ঃ ০১ নভেম্বর ২০১৮